প্রথম আলো

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

editorial@prothom-alo.info

অননুমোদিত পদ ও নতুন বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন মেনে চলবে কি?

শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি ও বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে আচার্যের অনুমোদন নেওয়ার বিধান রেখে দুটি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যে খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে, তা কতটা কাজে দেবে, সেই প্রশ্নের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সরকারকে কেন এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খোলা কিংবা পদ সৃষ্টির বিধান নেই। তারপরও বিভিন্ন সরকারের আমলে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ ও পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যুগের চাহিদার চেয়েও গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবিশেষের চাহিদা। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অননুমোদিতভাবে পদ সৃষ্টি করে তার বিপরীতে বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করে নির্ধারিত বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিকট অতীতে বেআইনি সিদ্ধান্তকে আইনসিদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঠ গরম করতেও দেখা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব বাজেট ও অনুমোদিত পদের মধ্যে থাকার তাগিদ দিয়েছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অননুমোদিত পদ সৃষ্টি ও বিভাগ খোলার কারণেই নতুন দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করার ক্ষেত্রে আচার্যের অনুমোদনের বিধান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কী হবে? সেখানে কি অননুমোদিত পদ ও বিভাগ খোলার মহড়া চলতেই থাকবে? আবার নতুন সিদ্ধান্তটিও প্রশ্নবিদ্ধ এ কারণে যে আচার্যের পক্ষে এসব বিষয় খতিয়ে দেখা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে আইন, সেটি অনুসরণ করতে হবে।

অতএব, আইন মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন পদ সৃষ্টি ও নতুন বিভাগ খুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামতের পাশাপাশি চাহিদার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থে নতুন বিভাগ ও পদ সৃষ্টির নামে জনগণের অর্থের অপচয় করা যাবে না। আগে বিভাগ খুলে বা পদ সৃষ্টি করে পরে অনুমোদন নেওয়ার কু-অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরিহার করবেন আশা করি।